ফলিত পুষ্টি বার্তা

আগস্ট ২০২১

তৃতীয় সংখ্যা

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

বিশনন্দী, আড়াইহাজার নারায়ণগঞ্জ

এক নজরে বারটান

খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি সৃজন, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, বেকার সমস্যা সমাধান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)।

জাতীয় অধ্যাপক মরহুম ডাঃ মোঃ ইব্রাহিম জনগণের পুষ্টির অবস্থা উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ১৯৬৮ সনে ঢাকার অদূরে ডেমরা থানার জুরাইনে ‘‘ফলিত পুষ্টি প্রকল্প” নামে একটি প্রকল্প শুরু করেন। ফলিত পুষ্টি প্রকল্পের আশানুরূপ ফলাফলের ভিত্তিতে ১৯৭৯ সনে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির ১৫৪তম কাউন্সিল মিটিং-এ ‘‘ফলিত পুষ্টি’ প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান-BIRTAN) করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় ১৯৮০ সালে এ প্রকল্পের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৯৯৩ সালে Bangladesh Agriculture Research Council (BARC) এ প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। ফলিত পুষ্টি বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক পীঠস্থান (Center of Excellence) হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহান জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) আইন-২০১২' পাশ হয়। ১৯ জুন, ২০১২ তারিখে ২০১২ সালের ১৮ নং আইন হিসেবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। বারটান-এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা ১১ জুলাই ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় মেঘনা নদীর তীরে ১০০ একর জায়গায় নির্মিত হচ্ছে বারটান-এর প্রধান কার্যালয়। এখানে আন্তর্জাতিক মানের ফলিত পুষ্টি গবেষণাগারসহ, প্রশিক্ষণ ভবন, ডরমিটরি, অফিস ভবন, গবেষণার জন্য ফার্ম শেড, পুকুর, স্কুল ও কলেজ ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ, নেত্রকোনা, নোয়াখালী (সুবর্ণচর) এবং রংপুরে (পীরগঞ্জ) গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সুবিধা সংবলিত ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

ভিশন

জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন।

মিশন

খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ বাস্তবায়ন এবং গণমাধ্যমে সম্প্রচারের মাধ্যমে দেশের জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নে অবদান রাখা।

কৃষি সচিবের বারটান সফর

বারটান প্রধান কার্যালয়ের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মতবিনিময়ের লক্ষ্যে বারটান প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব মোঃ: মেসবাহুল ইসলাম। ১৪ আগস্ট, ২০২১ তারিখে সচিব মহোদয়ের সফরসঙ্গী হিসেবে বারটান প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন মোঃ: আসাদুল্লাহ, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, চেয়ারম্যান, কৃষি গবেষণা কাউন্সিল।

বারটানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বিশেষ উপস্থাপনায় বারটানের অবকাঠামো সহ দাপ্তরিক কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরেন বারটানের নিরবাহী পরিচালক মো: আব্দুল ওয়াদুদ (অতিরিক্ত সচিব)। বারটানকে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (NARS) –এ অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি তিনি সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সামনে পুনব্যক্ত করেন। গুগল মিটের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে বারটানের আঞ্চলিক কার্যালয়ের কমকতাগণ তাদের কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরেন।

সচিব মহোদয় বলেন, বারটানের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব বারটানের শূন্যপদে জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন। সভা শেষে সিনিয়র সচিব মহোদয় বারটানের প্রধান কার্যালয়ের নবনির্মিত অবকাঠামো পরিদর্শন করেন।

বারটান প্রধান কার্যালয়ে জাতীয় শোক দিবস পালিত

বারটান প্রধান কার্যালয়ে দিনব্যাপী কর্মসূচি ও যথাযথ মর্যাদায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করেছে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট । ১৫ আগস্ট রোববার সকালে বারটান প্রধান কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে কার্যক্রম শুরু হয়।

দুপুরে আলোচনা অনুষ্ঠান ও দোয়ার আয়োজন করা হয়। জাতির জনক ও ১৫ আগস্টের কালরাতে শাহাদাতবরণকারী তাঁর পরিবারের সদস্য ও অন্যান্য ব্যক্তির স্মৃতির সম্মানে এক মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তারা জাতির জনকের কর্মময় জীবন ও মহান অবদান শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করে বলেন, তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা গড়া।

সমাপনী বক্তব্যে বারটানের নিবাহী পরিচালক মো: আব্দুল ওয়াদুদ বলেন, জাতির জনক আমাদের একটি মানচিত্র ও পতাকা দেওয়ার জন্যে তাঁর সারা জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশকে ইতিমধ্যেই একটি মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই মহামারির অভিঘাত থেকে উত্তরণ আর বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ প্রতিষ্ঠায় স্ব স্ব অবস্থান থেকে অবদান রাখার জন্যে তিনি আহ্বান জানান। এছাড়া বারটানের ০৭ আঞ্চলিক কাযালয়েও শোক দিবস পালনে বিশেষ আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ই-নথি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন

বারটানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের ই নথি সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বারটান প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত হয়েছে দুইদিন ব্যাপী ই-নথি বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ। ২৪-২৫ আগস্ট বারটান প্রধান কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ ভবনে আয়োজন করা হয় এই প্রশিক্ষণ।

বারটানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের ই-নথি বিষয়ক সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা দেয়ার লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বারটানের প্রোগ্রামার এ.কে.এম মোস্তফা কামাল হাবিব ও সহকারী প্রোগ্রামার মো: মুনিরুজ্জামান। এছাড়া নথি সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা সম্পর্কে একটি সেশন পরিচালনা করেন বারটান পরিচালক মো: খোরশেদ আলম (এনডিসি),যুগ্মসচিব।

প্রশিক্ষণের সমাপনী সেশনের বক্তব্যে বারটানের নিবাহী পরিচালক মো: আব্দুল ওয়াদুদ (অতিরিক্ত সচিব) বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অন্যতম একটি পদক্ষেপ ই নথি। এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বারটানের কর্মকর্তা কমচারীগণ ই নথি ব্যবহারে আরো উদ্যোগী হবেন বলেই আমার প্রত্যাশা।